ফেসবুকে পোস্ট দেখে ব্যার্থ অভিযান ইউএনও’র

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সরকারি চাউল। এমন একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট করা হয়। পোস্টটি শেখ মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন নামের একটি আইডি থেকে পাওয়া যায়।

এই পোস্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ধানখোলা বাজারের ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানের ছেলে আল আমীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ঐ ব্যবসায়ী দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠানের চাউল সরকারি নয়। ব্যাসায়ীর দাবি বামন্দী বাজারের রেজাউলের নিকট থেকে তিনি চাউল ক্রয় করেছেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা বামন্দীর ঐ ব্যাবসায়ীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। তাতে তিনি জানতে পারেন এগুলো সরকারি চাউল নয়। তারপরও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য গাংনী খাদ্য পরিদর্শক মতিয়ার রহমানকে অভিযানস্থলে তলব করেন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে এটা সরকারি চাউল নয়।

পরে উপজেলা প্রশাসন ফিরে আসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেসবুকে চাউলের অনিয়মের ঘটনা পোস্ট হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়। যে কারণে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

পরে প্রমানিত হয় যে আসলে ফেসবুকে যে পোষ্ট করেছে সে না জেনে ভুল তথ্যের উপর পোস্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, পোস্ট কারিকে ঐ স্থানে ডাকা হয়েছিল কিন্তু সে ঢাকায় আছে বলে জানান।

কুষ্টিয়া চাল নিয়ে চালবাজি, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস সিকুর অটো গ্যারেজে রাখা ৮০ বস্তা চাউল নিয়ে নানা গুঞ্জন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ওই গ্যারেজে অভিযান চালায়। পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসে গোডাউন সিলগালা করে।

জানা যায়, সিকু একজন অটো গ্যারেজ মালিক। তার সাথে স্থানীয় এক কাউন্সিলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল গভীর রাতে দুই অটো যোগে এই চাউল সিকুর অটো গ্যারেজের পাশের গোডাউনে রাখে। এই দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তারা প্রশাসনকে জানায়।

স্থানীয়দের দাবি, এই চাল ত্রাণের। গভীর রাতে বস্তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে সিকুর সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল বিকেলে এই চাউল মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স (দোস্তপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া) থেকে ক্রয় করে সজল ষ্টোর। আমি সেই চাউল আমার গোডাউনে রেখে দিয়েছি। ৮০ বস্তা চাউল ৮৮ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। এটা কোন সরকারি চাউল না। এই চাউল সজল ষ্টোরে না রেখে আপনার এখানে রাখার কারণ কি? জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার ওখানে রাখার জায়গা নেই বলে এখানে রাখা।

এদিকে মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স এর প্রোপাইটর সেলিম উদ্দিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে এই চাউল কেনে সিকু।
এদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমরা আপাতত এই চাউলের গোডাউন সিলগালা করলাম। পরে তদন্ত করা হবে।

এদিকে এলাকাবাসী আরো জানান, চৌড়হাস এলাকায় ত্রাণ নিয়ে নয়ছয় হয়েছে। অনেকেই চাউল পায়নি। এই এলাকার কাউন্সিলর ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা সমস্যা আছে। তাদের দাবি এবিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের।

দর্শনায় ৪ কেজি গাঁজাসহ এক জন আটক

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবতপুর গ্রামের মাঠ থেকে চার কেজি গাজাসহ একজনকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান এর নেত্রীত্বে এস আই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ছোট বলদিয়ার আফসার আলীর ঘর জামাই এবং মৃত খোদা বক্র এর ছেলে গিয়াস উদ্দিন (৩২) কে ৪ কেজি গাজাসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে হৈবতপুর মাঠে গিয়াস উদ্দিন অভিনব কৌশলে ঘাসের বস্তার মধ্যে ৪ বান্ডেল গাজাসহ অবস্থান করছিল। এসময় পুলিশ ক্রেতা সেজে সাদা পোষাকে ৪ কেজিসহ গাঁজা সহ গিয়াস উদ্দিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য নবগঠিত দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান একের পর এক অভিযান অব্যহত রেখে চলেছে। ইত্যেমধ্যে জন-সাধারণের বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী বগুড়া ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার লে.

কর্নেল ফকরউদ্দিন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো: ওসমান গনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এর আগে ক্যাপটেন নাসির উদ্দিন উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

ক্যাপ্টেন আরমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া ও মেহেরপুর পৌর এলাকার অসহায় দিনমজুরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক হাশেম রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবন নগর উপজেলায় করোনা মহামারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় ওগরীব মানুষের মধ্যে নয় হাজার অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মো: হাশেম রেজা।

দিন রাত পরিশ্রম করে করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে পায়ে হেটে প্রতিটা পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, সাবান ও মাস্ক প্রদান করেন।

এই আপদ কালীন সময়ে সহযোগিতা অব্যহত রেখেছে উপরন্ত ০১৭১১-১৩৫৫১৭ মোবাইল নং দিয়ে আসছে কারন এই আপদ কালীন সময়ে যেকোন মুহূর্তে যে কোন সময় ফোন করলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

দেশনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২২শে মার্চ হতে করোনা যুদ্ধে করব জয়, বাসার বাইরে আর নয় এই

শ্লোগানকে সামনে রেখে গণসচেতনতা মুলক প্রচারাভিযান অব্যহত রেখেছে।

দেশের এ সংকটময় সময়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে গরীব ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্ম নিয়োগ করে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই নেতা।

যদিও তিনি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী তবুও বর্তমানে সব কিছু ভুলে করোনার বিপক্ষে মানুষের সহযোগিতায় আত্ম নিয়োগ করেছেন। নিজে নিরাপদ থাকি এবং দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষায় সহযোগিতা করি।

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে মানুষের ভীড় বন্ধ হয়নি

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাবাসিকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানানো হলেও তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না।

হাট-বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় থাকছে। মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার অজুহাতে ঘরের বাইরে আসছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কাচাবাজার ও মাছ মাংস কেনার বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় দেখা গেছে। গ্রাম এলাকা গুলোতে বিকেলের দিকে মানুষ বাইরে আসছে বেশি। মানুষকে ঘরে ফেরানোর জন্য পুলিশকে রীতিমত অভিযান চালাতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনও প্রতিদিনই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাইরে আসায় অনেককে জরিমানা করছে। মানুষের চলাচল কমানোর জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয়ভাবে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেক গ্রামে ঢুকতে হলে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।

খাবারের সন্ধানে বাড়ির উঠোনে হুনুমান

খাবারের সন্ধানে শহরের লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি হুনুমান। চুয়াডাঙ্গা শহরের মাস্টারপাড়ার কারো বাড়ির ছাদে, কারো গাছে এমনকি কারো বাড়ির উঠোনে বসে থাকতে দেখা গেছে হুনুমানটিকে।

গতকাল শুক্রবার সকালে হুনুমানটিকে শহরের মাস্টারপাড়ায় ঘুরতে দেখা যায়। এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে হুনুমানটি একটি কাঠালগাছে এসে বসে থাকে। তারপর গাছ থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে কিছুক্ষণ বসে আবার পাশের একটি আতাগাছে উঠে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর হুনুমানটি পাশের একটি বাড়ির ছাদের ওপর থেকে অন্য দিকে চলে যায়।

মাস্টারপাড়ার গৃহিনী লাইলা নাজনীন জানান, মনে হচ্ছে খাবারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে হুনুমানটি। এরকম আরো কয়েকটি হুনুমান মাঝেমধ্যে ঘুরতে আসে। কেউ কেউ পাউরুটি, কলা খেতে দিলে খেয়ে চলে যায়। হুনুমানরা কারো ক্ষতি করে না। বাড়ির উঠোনে হুনুমানটি এসেছিল। করোনাভাইরাসের কারণে বাজারে হোটেল ও দোকানপাট বন্ধ থাকায় বোধহয় এই এলাকায় চলে এসেছে। ভয়ে খাবার দেওয়াও গেল না। তার আগেই চলে গেছে।

অনেকে বলেন, খাবারের সন্ধানে এভাবে প্রায়ই হুনুমান চলে আসে লোকালয়ে। ঝুকি নিয়ে তারা মানুষের বাড়ির ছাদে, গাছের ডালে ঘুরে বেড়ায়। হুনুমানরা কারো ওপর আক্রমণ করে না।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো: গোলাম মোস্তফা বলেন, চুয়াডাঙ্গাতে সাধারণত হুনুমান দেখা যায় না। মূলত খাবারের সন্ধানে তারা মঝে মধ্যে আসে।

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নি¤œ আয়ের মানুষের মাঝে ২য় পর্যায়ে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসুচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারন মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন।
সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া, শসা ও বাধাকপি। কয়েক শত মানুষ এসব সবজি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা দ্বিতীয় বারের মতো বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি।

মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা উল্লেখ করে লালন আরও বলেন, কর্মহীন হয়ে পড়া এসব দিনমজুর অসহায় মানুষদের মাঝে চাল ডাল তেল সামগ্রী বিতরণ করলেও আমরা কুষ্টিয়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ফ্রী সবজী দেওয়ার।

এরআগে গেলো সোমবার শহরের বিভিন্ন স্পটে ৮০ মন সবজি বিতরণ করা হয়। এতে করে খেটে খাওয়া মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসছে। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এর আগে ইবি ছাত্রলীগের নেতা লালন ও আরাফাতের নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধোয়ার সাবান

সচেতনতা মূলোক প্রচার পত্র এবং বিভিন্ন দোকানিদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বিএটিবির অফিস খোলা: চলছে তামাক ক্রয়-বিক্রয়

সারা পৃথিবী যখন ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অফিস খোলা রাখাসহ তামাক ক্রয় বিক্রয় করছে কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)।

কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)’ জগতি চেচুয়া লীফ রিজিওন অফিসে খোলা থাকায় অনেক মানুষের সমাগম হচ্ছে।

একটি বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে, শিল্পমন্ত্রনালয় থেকে একটা অনুমোদন নিয়েছে কেবল অফিস খোলা রাখা ও সহায়তা করার জন্য। অথচ এ সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে তারা (বিএটিবি) রীতিমতো তামাক ক্রয় করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

শিল্প মন্ত্রনালয়ের উপসচিব মোখলেছুর রহমান আকন্দ স্বাক্ষরিত গত ৩ এপ্রিল এর অনুমোদন দেয়।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকার দেশের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

কিন্তু তা উপেক্ষা করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিএটিবি টোব্যাকোর কর্মকর্তারাসহ সেখানকার কর্মীদের নিয়ে রীতিমতো জনসমাগম সৃষ্টি করেন। ফলে করোনা ভাইরাস বিস্তারের শঙ্কা দেখা দিলেও সেদিকে কোন তোয়াক্কা করছেন কতৃপক্ষ।

সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএটিবি

টোব্যাকো সরকারি আদেশ-নির্দেশ না মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা অবৈধ তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনও করছে।

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় বৃদ্ধ পিতা ও ছোটভাইকে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম, বড় ছেলে গ্রেফতার

বাড়ির উঠোনে ছাগল বাধাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডার জেরে বৃদ্ধ পিতা ও ছোট ভাইকে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করেছে মোকতার আলী নামের এক পাষণ্ড। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামে শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধি পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা ও ছোট ভাই মতিয়ার রহমানকে গুরুতর জখম অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত মোকতার আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাসূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বড় ছেলে মোক্তার আলী তার একটা ছাগল উঠোনের একটি চারাগাছের গোড়ায় বাঁধতে যায়। এ সময় বৃদ্ধ পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা (৭৫) ছাগলটিকে গাছের গোড়ায় না বেঁধে অন্য স্থানে বাঁধতে বলেন। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ঘরে বসে থাকা বৃদ্ধ পিতার ওপর ধারালো দা নিয়ে হামলে পড়ে মোকতার আলী। উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করার সময় ছোট ভাই মতিয়ার রহমান (৩৫) ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে জখম করে সে। প্রতিবেশীরা পিতা আবদুল আজিজ মোল্লা ও ছেলে মতিয়ার রহমানকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান বলেন, ‘অভিযুক্ত মোকতার আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।’